সিএনজি ট্যাক্সিক্যাবের মিটার দুর্নীতি

U¨vw· K¨v‡ei WvBfviiv wgUv‡i Aw_s K‡i mn‡RB evov‡Z cv‡i BDwbU cwZ `B UvKv| Avcwb nqZ hv‡”Qb 80 UvKvi fvovi `i‡Z wKš w`‡Z n‡”Q 100 UvKv...

wj‡L‡Qb e`i“‡ïvRv eve

ট্যাক্সিক্যাবের মিটারে উঠেছে ১৪৬ টাকা। ক্যাব থেকে নেমে যাত্রীর স্বাভাবিকভাবেই এই টাকা পরিশোধ করার কথা। কিন্তু যাত্রী ড্রাইভারকে দিতে চাচ্ছেন ১২৭ টাকা। এ নিয়ে দু'জনের মধ্যে প্রচন্ড ঝগড়া।

যাত্রীর এখানে ১৯ টাকা কম দিতে চাওয়ার পেছনে যৌক্তিক কারণ রয়েছে। টঙ্গী ব্রিজ থেকে এই ভদ্রলোক পরিবারের সদস্যদের নিয়ে দুটি কালো ট্যাক্সিক্যাবে চড়ে আসেন পান্থপথের মোড়ে। রাস্তায় তেমন একটা জ্যাম ছিলো না। কয়েক মিনিটের ওয়েটিং বিল ছাড়া পুরোটাই দূরত্বের বিল ওঠার কথা। একই সঙ্গে, একই রাস্তা দিয়ে দুটি ট্যাক্সি পান্থপথ এসে পৌঁছালে একটির ভাড়া ওঠে ১২৭ টাকা, অন্যটির ১৪৬ টাকা। সমস্যা এখানেই। যাত্রীর বক্তব্য হচ্ছে, একই পথে আসা ট্যাক্সিক্যাব দুটির ভাড়ার পার্থক্য কেন ১৯ টাকা হবে? নিশ্চয়ই মিটারে চুরি করেছে। ড্রাইভার বলছে, আমি জানি না কেন বেশি উঠেছে। মিটারে যা উঠেছে তা ভাড়া দিতে হবে। আমি তো মিটারে কিছু করিনি। শেষ পর্যন্ত যাত্রী ১৪৫ টাকা দিয়ে ড্রাইভারের দাবি পূরণ করেন। কারণ এখানে যাত্রীর কিছু করার নেই। মিটারে ওঠা টাকা দিতে তিনি বাধ্য। তাহলে দুটো ক্যাবের মধ্যে কেন ১৯ টাকার পার্থক্য? রিপোর্টের সূত্রপাত এখান থেকেই।

প্রতিদিন যদি আপনার অফিসে যাবার পথ একই থাকে, তাহলে ট্যাক্সির মিটার লক্ষ্য করলে আপনিও এ ধরনের বিড়ম্বনায় পড়তে পারেন। কালো ট্যাক্সিক্যাবের কথাই ধরা যাক, মিরপুর ১০ নম্বর থেকে সায়েন্স ল্যাবরেটরি আসতে ৬০ টাকা ওঠার কথা। আপনি হয়তো প্রতিদিনই এ রাস্তায় যাতায়াত করেন। জ্যাম থাকলে হয় খুব বেশি হলে ৫ টাকা ভাড়ার পার্থক্য দেখা দিতে পারে। কিন্তু প্রায়ই আপনি দেখবেন মিটারে ভাড়ার পার্থক্য ১০ টাকারও বেশি হচ্ছে। হয়তো আমরা অনেকেই লক্ষ্য করি না, যারা করি তাদের করার কিছু থাকে না।

নাভানা ট্যাক্সিক্যাবের এক চালককে মিটার সংক্রান্ত এই জটিলতা নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, 'আমরাও শুনেছি কোনো কোনো মিটারে গড়মিল আছে। স্ট্যান্ডের অনেক ড্রাইভার স্বীকার করেছেন তারা এ ধরনের কাজ করেন। আবার অনেক যাত্রীর কাছেও এ ধরনের কথা শুনি। কিন্তু আমার মিটার নিয়ে এখনও কেউ কমপ্লেইন করে নাই।' আগে ক্যাব সেলিডার একটি গাড়ি চালিয়েছেন এমন একজন ড্রাইভার দিলেন চমকপ্রদ তথ্য। তিনি বলেন, 'আমি যখন ক্যাব চালাইতাম, তখন এক ড্রাইভার আমাকে দেখাইলো কীভাবে মিটারে চুরি করতে হয়। মিটারের ভেতরে একটি তার টেনে বাইরে নিয়ে আর্থিং করলে এক ইউনিট করে টাকা বাড়তো। আমি কিছুদিন করেছি যখন ক্যাব চালাইতাম। কিছু কিছু ড্রাইভার করে। অনেকে আবার জানে না। তবে সব মিটারে এই কাজ করা যায় না।' অর্থাৎ একটি আর্থিং দিলেই গাড়ি না চললেও সঙ্গে সঙ্গে মিটারে দুই টাকা উঠতো। এ ক্ষেত্রে সে যতবার আর্থিং করতো ততবার মিটারে দুই টাকা করে বাড়তে থাকতো।

জানা যায়, অনেক ড্রাইভার মিটারে বিল বাড়ানোর এ কারসাজিটি জানেন। সুযোগ বুঝে শিখে নিচ্ছেন অন্য ড্রাইভাররাও। এ বিদ্যা শিখেছেন এমন কয়েকজন ড্রাইভারের সঙ্গে কথা হলে তারা কেউ-ই বলতে পারেননি আর্থিং দিলে কেন এক ইউনিট করে বাড়ে। তবে তারা জানেন কিভাবে কাজটি করতে হয়। ক্যাবচালক সিটে তার পাশে আর্থিং করার তারটি নিয়ে আসেন। সুযোগ বুঝে তারে চাপ দিয়ে আর্থিং করান। ওয়েটিংয়ের সময় আর্থিং করে মিটারে চুরিটি করে থাকেন বলে একজন ড্রাইভার জানালেন। তিনিও এ কাজটি করেন। তিনি বলেন, 'মিটারে আর্থিং কইরা দিনে ১০০ টাকার ওপরে আসে। বড় ট্রিপে বেশি মারি। ছোট ট্রিপে মারি না। সব সময় যারা যাতায়াত করে তারা অনেক সময় ধইরা ফালায়। তখন

চেঁচামেচি করে ঠিকই। কিন্তু টাকাডা দিয়া যায়।' মিটার ইঞ্জিনিয়ার হারুন-উর-রশীদ সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'কিছু কিছু মিটারে এ কাজ করা যেতে পারে। তবে এ বিষয়ে আমার জানা নেই। অনেক ক্ষেত্রে মিটার নষ্ট থাকলে বেশি ভাড়া ওঠে। সে ক্ষেত্রে কম ভাড়াও উঠতে পারে।'

ট্যাক্সিক্যাবের মিটারে এমন চুরি কিংবা নষ্ট থাকার কারণে আপনি ১০০ টাকায় ২০ টাকার বেশি দিচ্ছেন অথবা দিতে বাধ্য হচ্ছেন। দিনে দিনে এর মাত্রা বাড়ছে। যারা জানেন না তারাও শিখে নিচ্ছেন এ 'চুরি বিদ্যা'। এ বিষয়ে কিছুই জানেন না কিংবা শোনেননি বলে সাপ্তাহিক ২০০০কে জানালেন বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটির (বিআরটিএ) চেয়ারম্যান ফারুক আহমেদ। কিন্তু বিষয়টি তাদেরই জানার কথা। বিআরটিএ'র এই না শোনা কিংবা না জানার কারণে মিটারে চুরি বেড়েই চলেছে।

হলুদ ও কালো ট্যাক্সিক্যাবগুলোর মিটার বিল্ট ইন হিসেবে দেশে আসে। আমদানিকারক যেখান থেকে গাড়ি কেনেন সেখান থেকেই তারা মিটার লাগিয়ে আনেন। গাড়িতে মিটার লাগানো না থাকলে বন্দর কর্তৃপক্ষ ক্যাবের ছাড়পত্র দেয় না। বিআরটিএ'র দেয়া ক্যাবগুলোর নির্দিষ্ট হারে মিটার প্রোগামিং করা আছে কি না তা দেখার কথা বিআরটিএ'র। বন্দর থেকে গাড়িটি বের করে মালিকদের বিআরটিএ'র কাছে যেতে হয় রেজিস্ট্রেশনের জন্য। গাড়িটির রেজিস্ট্রেশন করার আগে ইন্সপেক্টরের মিটারসহ যাবতীয় কিছু পরীক্ষা করে দেখার দায়িত্ব। ইন্সপেক্টর বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পরীক্ষা না করে গাড়িটি ছেড়ে দেয় বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে মিটারটি সিলগালা করা। গেজেটে সিএনজি, হলুদ ও কালো ট্যাক্সিক্যাবের নীতিমালায় মিটার স্পেসিফিকেশনের প্রথম শর্ত হচ্ছে- সরকার নির্ধারিত ভাড়ার হার অ্যাডজাস্ট/মডিফাই করে সিল করার ব্যবস্থা। বিআরটিএ'র ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তারা বিষয়টি জানেন না। মিটার কীভাবে সিলগালা করবে সেটাও বলতে পারেননি এই প্রতিবেদকের কাছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দায়িত্বপ্রাপ্ত এক কর্মকর্তা বলেন, 'মিটার সিল করার দায়িত্ব তো ট্যাক্সিক্যাব কোম্পানিগুলোর। বিআরটিএ এতো ক্যাবের সিল কীভাবে করবে?' ট্যাক্সিক্যাবের কোম্পানিগুলোর কয়েকটিকে এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে তারাও মিটার সিল করার বিষয়টি জানেন না বলে জানান। অনুদিপ ট্যাক্সিক্যাবের জেনারেল ম্যানেজার মেজর (অবঃ) খালেদ সাইফুল্লাহ বলেন, 'মিটার সিলগালার প্রসঙ্গটি আমি জানি না। আসলে ক্যাবের মিটার টেম্পারিং করা সাধারণ ড্রাইভার কিংবা ইঞ্জিনিয়ারদের পক্ষে সম্ভব নয়। এ ধরনের টেম্পারিং হয় কি না তাও আমরা জানি না। আমাদের কোম্পানির ট্যাক্সিকব্যাগুলো আমাদের ড্রাইভাররা চালায়। প্রতিদিন ক্যাবগুলো ছাড়ার আগে পরীক্ষা করে ছাড়ি। আমাদের ক্যাবগুলোর এ ধরনের কোনো সমস্যা নেই।' একই বক্তব্য পাওয়া গেছে ক্যাব সেলিডার জেনারেল ম্যানেজার আবুল কাশেমের কাছ থেকেও।

ট্যাক্সিক্যাবের মিটার সংক্রান্ত এ দুর্নীতি যে সামনে আরো বাড়বে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিআরটিএ'র হয়তো তখন টনক নড়বে কিন্তু ততদিনে সমস্যা সমাধানের উপায় থাকবে কি না সেটাই দেখার বিষয়

আসলে মিটার সিল করার দায়িত্ব বিআরটিএ'র। তারা বিষয়টি প্রথম থেকেই গুরুত্ব দেয়নি। তাই এখন তারা বিষয়টি এড়িয়ে যেতে চাচ্ছে। তারা যদি প্রথম থেকেই ট্যাক্সিক্যাবগুলোর রেজিস্ট্রেশন দেয়ার সময় মিটারগুলো সিল করে দিতো, তাহলে ড্রাইভাররা মিটারে চুরি করতে পারতো না। চুরি করলেও সহজে ধরা পড়তো। সার্জেন্ট সিল ভাঙা দেখলেই বুঝতে পারতো মিটারটি খোলা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারতো। বিআরটিএ বুঝতেই পারেনি পরবর্তীতে এ ধরনের সমস্যা তৈরি হতে পারে। তাদের উদাসীনতার কারণে এখন মিটারে চুরি করার সাহস পাচ্ছে ড্রাইভাররা, অনেক ক্ষেত্রে কোম্পানিগুলোও। বিআরটিএ'র পরিচালক এস এম আব্দুল বারী বলেন, 'সিএনজি কিংবা ক্যাবের মিটার টেম্পারিং সংক্রান্ত কোনো অভিযোগ পর্যন্ত আমরা পাইনি। আপনার কাছ থেকেই প্রথম শুনলাম। কেউ যদি আমাদের কাছে কিংবা ক্যাবে দেয়া পুলিশ কন্ট্রোলরুমে গাড়ির নম্বরসহ এ বিষয়ে অভিযোগ জানায় তাহলে তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা নিব। অভিযোগ প্রমাণিত হলে ঐ গাড়ির রুট পারমিট বাতিল ও কোম্পানির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারবো।'

তাহলে কি কেউ অভিযোগ না করলে বিআরটিএ ব্যবস্থা নেবে না! এখন পর্যন্ত সে ধরনের কোনো লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। সিএনজি, ক্যাবের মিটার মনিটরিং করে বিআরটিএ সহজেই এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে পারে। পুলিশ সার্জেন্টদের দিয়েও কাজটি করাতে পারে। কিন্তু বিআরটিএ সেরকম কিছুই করছে না।

বিআরটিএ মিটার বিক্রির লাইসেন্স দেয় ১৫টি কোম্পানিকে। এই ১৫টি কোম্পানি বিভিন্ন দেশ থেকে মিটার এনে দেশে বিভিন্ন দামে বিক্রি করছে। এ ক্ষেত্রে মিটারের দাম নিয়ে ব্যাপক অভিযোগ পাওয়া যায়। কোম্পানিগুলো তাদের ইচ্ছামতো বেশি দামে মিটারগুলো বিক্রি করছে। এই ১৫টি কোম্পানি ১৫ ধরনের মিটার আমদানি করছে। এর মধ্যে ভারতীয় মিটার আনছে ৮টি কোম্পানি, ৪টি কোম্পানি তাইওয়ানের, ২টি কোরিয়ার এবং ১টি কোম্পানি চীনের মিটার আনছে। এসব মিটারের বেশির ভাগেরই গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কোম্পানিকে লাইসেন্স দেয়ার সময় মিটারের কোয়ালিটি দেখার কথা থাকলেও বিআরটিএ তা দেখেনি। তারা শুধু শর্ত আরোপ করেই ভেবেছে, কোয়ালিটি খারাপ হলেও সমস্যা হবে না। কারণ তারা মিটার কোম্পানিকে শর্ত দেয়, বিক্রীত মিটারে এক বছরের ওয়ারেন্টি ও এক বছরের ফ্রি সার্ভিস দেয়ার জন্য। কোম্পানিগুলো সেই শর্তে সহজেই রাজি হয়। কিন্তু বাস্তবে এ ধরনের সার্ভিস কোম্পানিগুলোতে দেখা যাচ্ছে না। কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে যারা মিটার কেনে তারাও জানে না ওয়ারেন্টি ও সার্ভিসিংয়ের বিষয়টি। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, এসব মিটার এতোটাই নিম্নমানের যে, কিছুদিন পর এগুলো অকেজো হয়ে যাচ্ছে। এটা যেন দেখার কেউ নেই। কারণ বিআরটিএ এসব বিষয় জেনেও না জানার ভান করছে।

ট্যাক্সিক্যাবের মিটার সংক্রান্ত এ দুর্নীতি যে সামনে আরো বাড়বে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিআরটিএ'র হয়তো তখন টনক নড়বে কিন্তু ততদিনে সমস্যা সমাধানের উপায় থাকবে কি না সেটাই দেখার বিষয়।

পুনশ্চ: *মিটার আমদানিকারক ১৫টি কোম্পানি মিটারে প্রোগ্রাম করে নিজস্ব ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে। এখানকার ইঞ্জিনিয়াররা ক্যাবের নির্দিষ্ট রেট অনুযায়ী মিটারকে ক্যালিব্রেট করে থাকেন। ক্যালিব্রেট করার জন্য প্রোগ্রামটি তারা সংশ্লিষ্ট কোম্পানি থেকে নিয়ে আসেন। এক ইঞ্জিনিয়ার জানালেন, তারা ইচ্ছা করলে ০.৮ কিলোমিটারকে এক কিলোমিটার হিসেবে ধরে প্রোগ্রাম করতে পারেন। সে ক্ষেত্রে ০.২ কিলোমিটার কম দূরত্বে এক কিলোমিটারের বিল গুণতে হবে যাত্রীকে। এ ধরনের দুর্নীতি হচ্ছে কি না সেটাও বিআরটিএ'র খতিয়ে দেখা দরকার। কার্যত বিআরটিএ'র এ ধরনের কার্যক্রম নেই।*